[redacted]

[redacted]

পুরোটা আগুনে পুড়ে গেছে তবে দুটি হাত ও দুটি পা অবশিষ্ট অবস্থায় ছিলো। নিহত সবুজের নিকট পুড়ে যাওয়া মোটরসাইকেলটি ও শরীরের গঠন দেখে পরিবার লাশ শনাক্ত করেছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া সিআইডি ও পিবিআইয়ের সদস্যরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

আলমডাঙ্গার জামজামিতে ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা নিতে গিয়ে দুই যুবক আটক

আলমডাঙ্গা জামজামি বাজারে উদয় কুমার সাহা (৪২) নামের এক ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা নিতে গিয়ে দুই যুবককে আটক করেছে এলাকাবাসী।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার উপজেলার জামজামি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে তাদের দুজনকে স্থানীয় ফাঁড়ি পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এমন তথ্য জানান আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) মাসুদুর রহমান।
আটকৃতরা হলেন- তালহা জুবায়ের (২১) ও বিপুল হোসেন মিঠু (২৬)।

প্রেস ব্রিফিংয়ে (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, গত দুই বছর আগে অভিযুক্ত চাঁদাবাজ তালহা জুবায়ের জামজামি বাজারের মুদি ব্যবসায়ী উদয় কুমার সাহার গাড়ির চালক হিসেবে চাকুরি করতেন। সে তার ছেলে দিব্য সাহাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আসা করতো। ইতোপূর্বে উদয় কুমার সাহার সাথে তার বড় ভাই বিজয় কুমার সাহার সাথে জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। এনিয়ে দুই বছর আগে বিজয় কুমার সাহা তার ছোট ভাই উদয় কুমার সাহার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডাউরি (জিডি) করেন। ওই জিডির সাক্ষী ছিলো গাড়ি চালক তালহা জুবায়ের। এই সুযোগে টাকা তালহা জুবায়ের বিজয় কুমার সাহার নিকট থেকে গোপনে

টাকা নিয়ে উদয় কুমার সাহার সকল তথ্য দিতো। এমন ঘটনা জানতে পেরে তালহাকে চাকুরি থেকে বাদ দেয়। সে বিজয়ের সাথে হাত মিলিয়ে উদয় সাহাকে হুমকি দেয়। ২ লাখ টাকা না দিলে তার জেল হয়ে যাবে।

এমন ঘটনার পর গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তালহা জুবায়ের ও তার সহযোগী বিপুল হোসেন মিঠুকে সঙ্গে নিয়ে জামজামি বাজারে উদয় কুমার সাহার ‘সাজা স্টোর’ নামের মুদি দোকানে মোটরসাইকেল যোগে এসে নগত ৫০ হাজার টাকা চাঁদা নেয়। এসময় আরও ২ লাখ টাকা দিতে হবে বলে জানান তালহা ও মিঠু। তারা টাকা নিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে যাবার সময় উদয় কুমার সাহার চিৎকারে স্থানীয়রা তাদের আটক করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনাস্থল থেকে তাদের আটক করে থানা হেফাজতে নেয়।

আজ বুধবার সকালে উদয় কুমার সাহা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় একটি চাঁদা বাজি মামলা দায়ের করেন।

ওই মামলায় তালহা ও মিঠুকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে চুয়াডাঙ্গা আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই যুবক আটক

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার রেল স্টেশন সংলগ্ন থেকে নেশাজাতীয় ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেটসহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত বুধবার (১২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকরা হলেন- পৌর এলাকার নওদা-বন্ডবিল গ্রামের কাহারপাড়ার মন্টুর ছেলে সজীব ওরফে ফজা (২৫) ও কালু বয়াতির ছেলে নিশান (২০)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, বুধবার সন্ধ্যায় পৌর এলাকার রেল স্টেশন প্রাঙ্গণে দুই যুবক ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয়ের খবর আসে

পুলিশের নিকট। আলমডাঙ্গা থানার এসআই আমিনুর, এএসআই মোস্তফা কামাল সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় মাদক বিক্রয়কালে দু’যুবককে হাতে-নাতে আটক করে। তাদের নিকট থেকে নেশাজাতীয় দ্রব্য ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। এঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট মামলায় তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।